খুব অল্প খরচে
যে কোনো বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দি পত্রিকায় খুব কম খরচে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।
নাম চেঞ্জ, বিজ্ঞপ্তি, হারানো প্রাপ্তি, পাত্রপাত্রী, কর্মখালি
আনন্দবাজার পত্রিকা The Telegraph THE TIMES OF INDIA দৈনিক যুগশঙ্খ
বর্তমান সংবাদ প্রতিদিন সন্মার্গ প্রভাত খবর
9232633899 THE ECHO OF INDIA

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 09 ❑ Issue 42 ❑ 01 Jan., 2026 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
অলঙ্কার
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

শুনানিতে হাজির মতুয়ারা, সঙ্গে দুশ্চিন্তা

সংবাদদাতা ঃ চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নাম থাকবে কিনা, এই দু-শ্চিন্তা আগে থেকেই ছিল। এবার সেই দুশ্চিন্তা নিয়েই এস আই আর শুনানিতে উপস্থিত হলেন বনগাঁ মহকুমার বহু মতুয়া সমাজের মানুষ। তাদের কারো কাছে নির্বাচন কমিশন নির্দিষ্ট করে দেওয়া ১১ টি নথিপত্রের একটিও নেই। আবার কারো কাছে দু একটি নথি রয়েছে। দুশ্চিন্তার কারণ, তাদের ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নেই। ফলে চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় তাদের নাম থাকবে কিনা তা নিয়ে তারা চিন্তিত। বনগাঁর দিঘাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা রোহিনী দাস এবং অজিত দাস শনিবার বনগাঁর সিনিয়র মাদ্রাসায় আয়োজিত শুনানিতে হাজির হয়েছিলেন। রোহিনী দাস বলেন, ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় আমার নাম থাকলেও আমার স্বামীর নাম নেই। অনেক ছোট বেলাতেই আমার স্বামী এদেশে চলে এসেছিলেন। বাংলাদেশের মহেশপুর থানা এলাকায় আমাদের বাড়ি ছিল। আমার স্বামী অনেকবার ভোটার তালিকায় নাম তোলার জন্য আবেদন করলেও ওঠেনি। ফলে খুবই দুশ্চিন্তার মধ্যে রয়েছি। বনগাঁ জয়পুরের বাসিন্দা মায়া দাস এসেছিলেন তার পরিযায়ী ছেলে সুমন রায়ের শুনানিতে সশরীরে আসতে হবে কিনা সে সম্পর্কে খোঁজ নিতে। ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় মা ছেলে কারোরই নাম নেই। ফলে তারা আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন বলে জানালেন। দিঘাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা গোবিন্দ সরকার বাংলাদেশের যশোর জেলা থেকে এসেছিলেন ও তার নাম ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নেই। তিনি বলেন ও দেশে অত্যাচারিত হয়ে এদেশে আমরা এসেছিলাম। এখন এখান থেকে ভোটার তালিকায় নাম কাটা গেলে আমরা কোথায় যাব? বাগদা বিডিও অফিসে গিয়ে দেখা গেল, দূর দূরান্ত থেকে এসে মানুষ শুনানির লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন। গৌতম মৃধা নামে এক ব্যক্তির কথায়, প্রায় ৯০ টাকা খরচ করে ২১ কিলোমিটার দূর থেকে শুনানিতে এসেছি। ক্ষেত মজুরের কাজ করে খাই। একদিন কাজ বন্ধ করে এসেছি ভোটার তালিকায় নাম তুলতে, তার পরেও জানিনা তালিকায় নাম উঠবে কিনা? নাম না উঠলে কী পরিণতি হবে তা ভাবতেও পারছিনা।

তৃতীয় পাতায়...

মতুয়াদের নিয়ে নীরব প্রধানমন্ত্রী, ক্ষোভ

সংবাদদাতা ঃ মতুয়া গড়ে এসে নাগরিকত্ব নিয়ে কোন টু শব্দ করেননি প্রধানমন্ত্রী। এই নিয়ে মতুয়াদের মধ্যে বিজেপির বিরুদ্ধে ক্ষোভও তৈরি হয়েছে। সেটা আন্দাজ করে অবশ্য এক্স হ্যান্ডেলে মতুয়াদের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু তাতেও চিড়ে ভেজেনি মতুয়াদের। এবার ঠাকুরনগরে প্রধানমন্ত্রী কিংবা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এলে তাদের কালো পতাকা দেখাবেন মতুয়ারা। ক্ষুব্ধ মতুয়ারা কালো পতাকা দেখানোর জন্য প্রস্তুত হয়ে আছেন বলেই দাবি মমতাবালা ঠাকুরের।

প্রধানমন্ত্রী চলে যাওয়ার পরে সোমবার বনগাঁর গাঁড়াপোতার সভা থেকে ফের একবার মতুয়াদের আশ্বস্থ করতে শোনা গেল কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরকে। কমিশনের খসড়া তালিকায় এ রাজ্যের ৫৮ লক্ষ মানুষের নাম বাদ গিয়েছে। এরমধ্যে বাদ যাওয়া ৫০ লক্ষ রোহিঙ্গা,মুসলমান বাদ গিয়েছে বলেই এদিক কটাক্ষ করলেন শান্তনু ঠাকুর। তিনি বলেন, ৫০ লক্ষ রোহিঙ্গা,মুসলমান যদি বাদ যায়, সেখানে ১ লক্ষ মতুয়াদের নাম বাদ গিয়েছে। সেক্ষেত্রে মতুয়াদের একটু সহ্য করে নেওয়া উচিৎ। ওপার বাংলার মুসলমানদের সঙ্গে লাইনে দাঁড়িয়ে হিন্দুদের রেশন নিতে হয়েছে। প্রাণ হাতে করে এদেশে এসেও মুসলমানদের সঙ্গে লাইনে দাঁড়িয়ে রেশন তুলতে হচ্ছে।তাই এখন প্রতিশোধ নেওয়ার সময়। পাশাপাশি মতুয়াদের আশ্বস্থ করে তিনি বলেন,মতুয়া রা সকলেই নাগরিকত্ব পাবেন। ভোটাধিকারও পাবেন।

তৃতীয় পাতায়...

দুঃসাহসিক চুরি

সংবাদদাতা ঃ বড়দিনের উৎসবের রাতেই পরপর চার চারটি বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটল বাগদায়। সোনার গয়না সহ নগদ টাকা মিলিয়ে কয়েক লক্ষ টাকা খোয়া গিয়েছে বলেই দাবি ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের। বাগদা থানার পুলিশ জানিয়েছে, চুরির খবর পেয়ে গ্রামে গিয়েছিল পুলিশ। কিন্তু কেউ অভিযোগ করেন নি। বৃহস্পতিবার বড়দিনের উৎসবে বাগদার পাথুরিয়া দক্ষিণপাড়ার বাসিন্দারাও উৎসবে মেতেছিলেন। গ্রামের কেউ কেউ গির্জায় গিয়েছিল উৎসবে সামিল হতে। গ্রামের একটা বড় অংশের বাসিন্দারা আবার গিয়েছিলেন স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যের বাবার শ্রদ্ধানুষ্ঠানে যোগ দিতে। বাড়ি ফাঁকা থাকার সুযোগ নিয়ে পাথুরিয়ার দক্ষিণপাড়া এলাকার বাসিন্দা পঙ্কজ বিশ্বাস, দেবল বিশ্বাস, বিধান বিশ্বাস সহ শিশির হালদারের বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটে। তালা ভেঙে সোনার গয়না, নগদ টাকা নিয়ে চম্পট দেয় চোরের দল।

তৃতীয় পাতায়...

একই গ্রামের ২৮৬ জনের শুনানির নোটিশ!

বিএলও-কে আটকে রেখে ক্ষোভ

সংবাদাতা ঃ কেউ ভোট দেয় ১৯৯০ সাল থেকে; কারোর সমস্ত নথি রয়েছে যুগ যুগ ধরে। গ্রামের বেশিরভাগ মানুষই পুরনো ভোটার হওয়া সত্ত্বেও গ্রামের প্রায় ২৮৬ ব্যক্তির এস আই আর এর শুনানি নোটিশ আসার অভিযোগে উত্তপ্ত হয়েছিল গ্রাম । রবিবার বিএলওগ্রামে আসতেই তাকে বসিয়ে রেখে বিক্ষোভ দেখায় গ্রামের বাসিন্দারা। ঘটনাটি ঘটেছে গোপালনগর থানার গোপালনগর ১ পঞ্চায়েতের নতিডাঙ্গা এলাকার ১০৫ নম্বর বুথে। জানা গিয়েছে, ওই বুথের দুটি গ্রামে প্রায় ১২৫০ জন ভোটার আছে। এসআইআর ফর্ম ফিলাপ করে জমা দেওয়ার পরেও বাড়িতে শুনানির নোটিশ আসে।

নোটিশ আসায় সমস্যায় পড়েছেন সেই সব ব্যক্তিরা । তাদের অভিযোগ, বিএলও বেড়াতে গিয়ে সময় নষ্ট করেছে। ঠিকঠাক আপলোড করেনি। সেই কারণেই দুর্ভোগে পড়েছে এতগুলো মানুষ। বিএলও এবং প্রশাসনকে ব্যবস্থা করতে হবে।

যদিও সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়ে বিএলও পরিতোষ মল্লিক বলেন, অনলাইনে আপলোডিং এর ক্ষেত্রে অসুবিধা হচ্ছিল। মানসিক চাপও ছিল। শেষের দিনে অনেকগুলো আপলোড করা যায়নি। যাদের নোটিশ আসছে, তাদের আমি সম্পূর্ণভাবে সহযোগিতা করব।

জবাব চাইতে গিয়ে প্রহৃত তৃণমূলপন্থী মতুয়া গোঁসাই

সংবাদদাতা ঃ কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের মন্তব্যের জবাব চাইতে গিয়ে শান্তনু ঘনিষ্ঠ বিজেপি কর্মী এবং মতুয়াদের হাতে আক্রান্ত হতে হল তৃণমূল পন্থী মতুয়া সহ পাগল, গোঁসাইদের। তাদের ব্যানার ছিঁড়ে দেওয়া হয়। তৃণমূল পন্থী মতুয়াদের মারধর সহ নান্টু গোঁসাইয়ের চুলের মুঠি ধরে মাটিতে ফেলে ব্যাপক মারধরের অভিযোগ উঠেছে শান্তনু ঘনিষ্ঠ মতুয়াদের বিরুদ্ধে। চড়, কিল, ঘুষি কিছুই বাদ যায় নি। এর জেরে বুধবার বিকেলে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয় ঠাকুর বাড়িতে। কার্যত রণক্ষেত্রের পরিস্থিতি তৈরি হয়।শান্তনু ঘনিষ্ঠদের মারধরের জেরে ১০ জন তৃনমূল পন্থী মতুয়া জখম হয়েছেন বলেই জানা গিয়েছে। এরমধ্যে জখম নান্টু গোসাই আই সি সি ইউতে চিকিৎসাধিন আছেন বনগাঁ হাসপতালে।

শান্তনু ঠাকুরের অভিযোগ, মমতাবালা ঠাকুরের পাঠানো কিছু দুষ্কৃতী আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে আমার বাড়ির সামনে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করছিল। আমার লোকেরা এর প্রতিরোধ করেছে। অন্যদিকে মমতা বালার দাবি, শান্তিপূর্ণভাবে মতুয়ারা জবাব চাইতে গিয়েছিলেন নিশান, ডঙ্কা নিয়ে। উল্টে তাদের মার খেয়ে আসতে হল। এই ঘটনার ধিক্কার জানাই।

দু'দিন আগে বনগাঁর গাঁড়াপোতা এলাকার একটি পথসভা থেকে শান্তনু

তৃতীয় পাতায়...

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৯ ❐ সংখ্যা ৪২ ❐ ০১ জানুয়ারী, ২০২৬ ❐ বৃহস্পতিবার

সংশয়ের দোলাচলে হিন্দু মতুয়া সম্প্রদায়

গত ২৭ ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে শুরু হয়েছে এসআইআর- এর শুনানী পর্ব। আতঙ্কে দিন কাটছে শুনানীতে ডাক পাওয়া বিগত কয়েকটি ভোটে ভোট দেওয়া নাগরিক বৃন্দ। বেনাগরিক হওয়ার ভয় জেকে বসেছে মতুয়াগড়ের মতুয়াদের। জেলা উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ মহকুমা মতুয়াগড় বলেই বিশেষ ভাবে পরিচিত। এই অঞ্চলের নির্বাচিত প্রার্থীদের ভাগ্য নির্ধারনের ক্ষেত্রে মতুয়া সম্প্রদায় একটা বড় ভূমিকা পালন করে। এহেন মতুয়াগড়ে সেই মতুয়া সম্প্রদায়ের লোকই সংশয়ে রয়েছে নাগরিকত্ব নিয়ে। এতদিন যাবৎ ঠাকুরনগর ঠাকুর বাড়ির বিজেপিপন্থী নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন ভাবে আশ্বস্থ করলেও সাম্প্রতিক সময়ে কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রীর বক্তব্যে সংশয়ে পড়েছেন মতুয়া নাগরিক বৃন্দ। প্রতিমন্ত্রীর বক্তেব্যের জবাব চাইতে গিয়ে জখম হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছে মতুয়া গোঁসাইকে। অথচ এঁদের ভোটে জয়ী হয়েই আজ তিনি কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী। এসআইআর পর্ব শুরু হওয়া থেকে আজ পর্যন্ত অনেক আত্মহত্যা ও মৃত্যু হয়েছে এই এসআইআর-কে কেন্দ্র করে। এমনই অভিযোগ পশ্চিমবঙ্গের শাসকদল অর্থাৎ তৃণমূলের। স্বাধীনতার পর থেকে এযাবৎকাল পর্যন্ত অনেক বারই ভোটার তালিকা নিবিড় সমীক্ষা অর্থাৎ এসআইআর এর কাজ হয়েছে। অথচ কখনও কোন নাগরিককে বেনাগরিক হওয়ার আতঙ্কে থাকতে হয়নি। তাহলে এবার কেন এই আতঙ্ক। কেনই বা কেন্দ্রীয় সরকারের হুমকি। জবাব কারও কাছে নেই। তাহলে সত্যিই কি বেনাগরিক হয়ে উদ্বাস্তু মতুয়া-হিন্দু সম্প্রদায়ের আশ্রয় হবে ডিটেনশন ক্যাম্পে। না কি সুপ্রিম নির্দেশে আধার কার্ডকে প্রামান্য নথি হিসাবে মান্যতা দিয়ে টিকিয়ে রাখবে উদ্বাস্তু হিন্দু- মতুয়াদের নাগরিকত্ব। সংশয়ের দোলাচলে এসআইআর শুনানীতে ডাক পাওয়া উদ্বাস্তু হিন্দু-মতুয়া সম্প্রদায়।

সৈকত ও সবুজে ঘেরা গোয়া

অজয় মজুমদার

গোয়া ভারতের পশ্চিম উপকূলের একটি রাজ্য। এটি একটি প্রাক্তন পর্তুগিজ উপনিবেশ। জনসংখ্যা ১৪ লক্ষ। ৩৭০০ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত। এই স্থানটি তার বিখ্যাত সমুদ্র সৈকত, সংস্কৃতি, জলবায়ু এবং ঐতিহাসিক স্থানগুলির জন্য পরিচিত। গোয়া পর্তুগিজ এবং ভারতীয় সংস্কৃতির এক নিখুঁত মিশ্রণ। বিশ্বমানের সংগীত, নৃত্য এবং সূর্যাস্ত উপভোগ করার জন্য মানুষ এই স্থানের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

গোয়াতে আমি অন্তত পাঁচবার গেছি। প্রথম গেছিলাম ১৯৮৫ তে, শেষ গেছিলাম ২০০৬ সালে । বোম্বে থেকে কঙ্কন রেল চালু হয়েছিল কিন্তু সেই ট্রেনে যেতে পারিনি। কারণ প্রতিবারই পুনে থেকে গোয়াতে এসেছিলাম। প্রথমবার এশিয়ার্ড বাস এবং পরেরবার গুলিতে গাড়ি নিয়ে এসেছিলাম।

ভ্রমণকারীদের কাছে গোয়া ভীষণ আকর্ষণীয়। কারণ—

১) গোয়া ভ্রমণকারীদের জন্য বিভিন্ন ধরনের জলক্রীড়া রয়েছে যা তাদের আনন্দের অনুভূতি দেয়। ভ্রমণকে অবিস্মরণীয় করে তোলে ও. নদীতে রাফটিং, ফ্লাইবোটিং ,এবং সাফিংয়ের মত জলক্রীড়া রয়েছে। সবুজের মনোমুগ্ধকর দৃশ্য উপভোগ করার জন্য ক্রুজ ভ্রমণের ব্যবস্থা রয়েছে।

২) বর্ষাকালে বিমানের ভাড়া বেশ কম থাকে। থাকার জন্য প্রচুর ডিসকাউন্ট পাওয়া যায়। যাওয়ার অনেক জায়গা রয়েছে। বর্ষাকালে ভাড়াও কম।

৩) শহরের মধ্যে ভ্রমণ করতে চাইলে ক্যাব এবং ট্যাক্সি ভাড়া করা একটি ভালো বিকল্প। গোয়া ঘুরে দেখার জন্য, এমন অনেক জায়গার তালিকা রয়েছে, যেখানে আপনি যেতে পারেন।

৪) মনোমুগ্ধকর সৈকত এবং সমুদ্র— যদি বর্ষার গোয়ায় থাকা যায়, তাহলে সৈকতে কম সংখ্যক লোক দেখা যাবে। ফলে সৈকত অনেক বেশি আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। বর্ষাকালে অসাধারণ বৃষ্টিপাত মনোরম দৃশ্যে সবুজে সবুজে চারিদিক ছয়লাপ।

৫) সংস্কৃতিক উৎসব এবং উদযাপন — আপনি পাতা এবং ফলের মুকুট পরে উৎসব উপভোগ করতে পারেন। ২৯শে জুন সেন্ট পিটারের উৎসব। এটি একটি বিশেষ উৎসব হিসেবে পালিত হয়। ২৪শে জুন পালিত হয় জোয়াওয়ের উর্বরতা উৎসব নামে আরেকটি উৎসব। এই উৎসব ক্রিস্টানদের কাছে তাৎপর্যপূর্ণ।

৬) গোয়া অন্যতম সেরা। কারণ এখানে প্রতিটি রাস্তা সবুজে ভরা এবং রাস্তা গুলি লম্বা গাছ এবং গভীর বনে আচ্ছাদিত।

৭) পার্টি এবং রাতের সংস্কৃতি— বেশিরভাগ মানুষ সমুদ্র সৈকত উপভোগ করার জন্য গোয়া যান। আবার কেউ কেউ পার্টি সংস্কৃতি এবং রাতের জীবন পছন্দ করেন। এখানে বিখ্যাত ক্লাব এবং শ্যাক রয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে কর্ম, মাম্বোস, ব্রিটোস, এবং টিটোস, সেখানে আপনি পার্টি করতে বা পানীয় উপভোগ করতে যেতে পারেন।

... সমাপ্ত

বনচাঁড়ালের ডায়েরি পর্ব : ৩ ● জোড়া-বটতলা

বনগাঁর ত্রিকোণ পার্ক হতে বনগাঁ-চাকদা সড়ক ধরে পশ্চিমে এগোলে ঠিক ৫.২৮ কিলোমিটার পরেই বারাকপুরের মোড় পড়বে। পূর্বে এর নাম ছিল শ্রীপল্লির মোড়। তারও পূর্বে ছিল জোড়া-বটতলার মোড়। ওই মোড়ে ছিল দু'টি প্রকাণ্ড বটগাছ, যার একটি ১৯৩৮-সালের ঝড়ে ভেঙে পড়ে। দেশভাগের পূর্বে শ্রীপল্লি গ্রামের জন্ম হয়নি। তখন সেটি ছিল ইছামতী-লাগোয়া ঘাসে-ভরা মাঠ। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় যে 'কুঠির মাঠ'-এর উল্লেখ পাওয়া যায়, এই গোটা শ্রীপল্লিই ছিল সেকালের সেই কুঠির মাঠ। সেখানে ইছামতী-পাড়ে একটা নীলকুঠিও ছিল একদা। বহুযুগ তা নিশ্চিহ্ন। স্বাধীনতার পর পূর্ব পাকিস্তান (অধুনা বাংলাদেশ) হতে উদ্বাস্তুরা এসে কুঠির মাঠে বসতি গড়ে।

বনগাঁ-চাকদা সড়ক হতে শ্রীপল্লিতে প্রবেশের দু'টি পথ ছিল। একটি বারাকপুরের মোড় হতে, আর-একটি দরিয়াঘাটা বা দারিঘাটা ('দাড়ি' নয়) ব্রিজের নিকট হতে, উত্তর দিকে। টালিখোলার মোড় হতে বিভূতিঘাট পর্যন্ত রাস্তাটির কোনও অস্তিত্ব দেশভাগ-কালে ছিল না। অনেক পরে এই রাস্তার জন্ম। শ্রীপল্লির জন্ম হলে সেই জোড়া-বটগাছ হতে বারাকপুর-শ্রীপল্লি যাবার পথের গুরুত্ব বাড়ে। আর ওই মোড়ের নাম জোড়া-বটতলার পরিবর্তে হয়ে যায় শ্রীপল্লির মোড়। আরও পরে টালিখোলা মোড়ের জন্ম হলে শ্রীপল্লির মোড় নামটি হারিয়ে যেতে থাকে, পরবর্তে হয়ে ওঠে বারাকপুরের মোড়। দেশভাগের পূর্বে এই জোড়া-বটতলা ছিল অত্যন্ত নির্জন অঞ্চল। দিনের বেলাতেও ভয় পেত মানুষ। এর পাশেই, দক্ষিণ দিকে, ছিল ঠাকুরঝি পুকুর। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী'-তে এই ঠাকুরঝি পুকুরের উল্লেখ রয়েছে। উপন্যাসে বলা হয়েছে, এই পুকুরপাড় সংলগ্ন বটগাছের আড়ালে 'ঠেঙাড়ে' ডাকাতেরা দলবেঁধে লুকিয়ে শিকারের অপেক্ষায় থাকত। লোকজন সন্ধের দিকে একটু একা হলেই আর রক্ষে নেই! মাথায় লাঠির বাড়ি দিয়ে মেরে ফেলে তার মাল লুট করা হত। অনেক সময়ই লুটের জন্য কোনও 'মাল'-ই পাওয়া যেত না। শিকারকে তখন ঠাকুরঝি পুকুরের পানার নীচে পুঁতে ফের শিকারের অপেক্ষায় বটগাছের আড়ালে আসত তারা! সেকালে কী ভয়ঙ্কর দিন ছিল সেখানে! বিভূতিভূষণের আমলেই এই ঠাকুরঝি পুকুরের চোদ্দো আনা চাষের মাঠ হিসাবে ব্যবহৃত হত। 'পথের পাঁচালী'-তে লেখা, নাবাল জমিতে লাঙল দিলে কেবলই মাথার খুলি উঠে আসে! আঞ্চলিক ইতিহাসকার নির্মলকুমার মুখোপাধ্যায় লেখেন, বঙ্কিমচন্দ্রের ইটভাঁটাই হল সেকালের ঠাকুরঝি পুকুর। এই ঠাকুরঝি পুকুর অঞ্চলে বেশ কয়েকবার সেখানে গিয়েছি। সেখানে চোখ বন্ধ করে অতীতকথা কল্পনা করছিলাম কেবল। মনে হতে থাকে, ওই তো 'পথের পাঁচালী'-র 'ঠেঙাড়ে' ডাকাত বিরু রায় দলবল নিয়ে ছুটে যাচ্ছে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও তাঁর বালক সন্তানকে লাঠির ঘায়ে মেরে ঠাকুরঝি পুকুরের জলে ডুবিয়ে রাখতে! **চলবে...**

সাড়ম্বরে শুরু হল নকসার বর্ষ নাট্য উৎসব

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ২১ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় গোবরডাঙার সাংস্কৃতি কেন্দ্রে মঙ্গলদীপ প্রজ্জ্বোলনের মধ্য দিয়ে মহাসমারোহে শুরু হয় নাটকের শহর গোবরডাঙ্গার অন্যতম নাট্যদল 'নকসা' আয়োজিত ১৩ তম বর্ষের নাট্যোৎসব 'রঙ্গযাত্রা'। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বর্ষিয়ান অভিনেতা প্রদীপ ভট্টাচার্য, নাট্যব্যক্তিত্ব বিল্বদল চট্টোপাধ্যায়, গোবরডাঙার সংস্কৃতি প্রেমী পৌরপ্রধান শংকর দত্ত প্রমুখ। নকসার কর্ণধার স্বনামখ্যাত নাট্য পরিচালক আশিষ দাস উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান, সেই সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ পথ চলার ইতিবৃত্ত তুলে ধরে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। বিশিষ্ট জনেরা নকসার দীর্ঘ পথ চলার ভূয়ষী প্রশংসা করেন। নকসা পরিচালিত গোবরডাঙার সংস্কৃতি কেন্দ্রে ৫ দিন ব্যাপী আয়োজিত নাট্যোৎসবে ৭ খানি নাটক মঞ্চস্থ হয়। সংস্থার চারখানি নাটক ছাড়াও ছিল মনিপুর, উড়িষ্যা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইসিটিএনিউ জার্সির মঞ্চসফল নাটক 'বনিযায়ে বসতি লক্ষ্মী'। উৎসবের বিভিন্ন দিনে নাট্য সেমিনার নাটকের গান ও দত্তপুকুর দৃষ্টি পরিবেশিত নৃত্যানুষ্ঠান 'পাণ্ডুলিপির সাদা পাতা' এবং তবলা ও সেতারে রাজু সরকার ও অয়ন বোসের যুগলবন্দী দর্শক ও শ্রোতা মন্ডলীকে মুগ্ধ করে। সব কিছু মিলিয়ে নকসার ১৩ তম বর্ষের নাট্যোৎসব সার্থকতা লাভ করে।

উপন্যাস

বেঙ্গালুরু উবাচ ১

পীযূষ হালদার

এখানে অনেকগুলো মাছ আর চিকেনের দোকান। একটা মাটনের দোকানও আছে। বড় বড় পা ওয়ালা রেওয়াজি ছাগলের মাংসের দোকান। দামের দিক থেকে আমাদের ওখানকার মতোই। আমি দু'দিন নিয়েছি। ৮০০ টাকা করেই দাম। দোকানটা একটা হিন্দুস্থানী মুসলিমের। মাছ বা চিকেনের দোকানদার সবই বাংলাভাষী। ওরা বাঙালি দেখলেই বাংলায় কথা বলে। কারো বাড়ি আসামে, আবার কারো বাড়ি বাংলায়। ডি সি ফিশ স্টলের দোকানের মালিক অরূপের বাড়ি পান্ডুয়া, হুগলিতে। আর একটা জিনিস দেখলাম, এখানে এমনিতে মলের বিজনেস ছাড়া, অন্য যে কটা মুদিখানার দোকান দেখেছি, সবকটা দোকানে মাড়ওয়ার দেশীও লোকেদের। কিছু কিছু মেডিসিনের দোকানও মাড়য়ারীদের দখলে। আমি এসেই আগে মেডিসিনের দোকান খোঁজ করেছিলাম। সব দোকানেই টেন পারসেন্ট রিবেট দেয়। রাম মেডিকেলের সুরেশকে ১৫% রিবেটে অর্ডার দিয়ে আসলাম ওষুধের। মিষ্টি হাসি, কম বয়সী সুরেশ। ও বাড়িতেই পৌঁছিয়ে দেয় ওষুধ। বিল্ডিং মেটেরিয়ালস আর ফিটিংস- এর দোকান এখানে প্রচুর। এর বেশিরভাগটাই মনে হল কর্ণাটকবাসীদের। এখানকার বড় ব্যবসা এটাই। এছাড়া বড়ো বড়ো বিল্ডার্সরা কর্ণাটকী। আমাদের আবাসনের সামনে দিয়ে যাওয়া হোসা রোড পার করলেই পাইকারি সব্জি ভান্ডার। সকাল সাতটার মধ্যে পিকআপ ভ্যানে তাজা তাজা সবজি চলে আসে। কম বয়সী 'আশা' আর তার স্বামী 'কুমার' দোকানটা চালায়। পরিচয় হয়ে গেল। ওর দোকানে বসে, ক্ষিপ্রতার সাথে কিভাবে দোকানদারি করে সেটা দেখি। একদিন ওর দোকানে বসে আছি, হঠাৎ নিরুপমার ফোন, " হ্যালো, কোথায় আছো তুমি! খাওয়া দাওয়া করতে হবে না?" উত্তরে জানালাম, "এইতো, আমি আশার দোকানে বসে আছি।"

তারপর নিরুপমা বলল, "এত কি তোমার ওই সাউথ ইন্ডিয়ান কালো মেয়েটার দোকানে? " মনে একটা ধাক্কা খেয়ে বললাম, "ও যে আমাকে 'আপ্পা' বলে। তাই বসে ওর দোকানদারি দেখি।"

নিরুপমা সাথে সাথে জিজ্ঞাসা করল, "মানে।"। বললাম, " আপ্পা মানে বাবা।" হ্যাঁ, ব্যাঙ্গালোরে আসার পর বহু দোকান ঘোরাঘুরি করেছি। বহু মানুষের সাথে কথা বলেছি। সকলে আঙ্কেল বলেই ডাকে। ব্যাতিক্রম ও।

একদিন সৌরভ মন্ডল এর সাথে দেখা হল। সকালে হাঁটতে বেরিয়ে দেখি ফাঁকা রাস্তায় ও জগিং করছে। শুনেছিলাম ব্যাঙ্গালোরে পড়াশোনা করে। আমি বুঝে ওঠার আগেই আমাকে একটা প্রণাম করল। দিল্লিতে এমনটাই হয়েছিল। আমি বেখেয়ালে রাস্তা হাঁটছিলাম। হঠাৎ দেখি একগাল দাড়ি নিয়ে একটা ছেলে প্রণাম করছে। মাথা তুললেই বললাম, "কুন্দন, তুই এখানে"। উত্তর দিল, "হ্যাঁ স্যার, এখন এখানেই। মনে হয় এবার বাইরে যেতে হবে।" কোন ছোটবেলায় এদের পড়িয়েছি। এখনও মনে রেখেছে। মনে মনে ভাবলাম, ' অনেক সময় শিক্ষককেও ছাপিয়ে ছাত্ররা পৌঁছে যায় অনেক উচ্চস্থানে। **চলবে...**

আর্সেনিক আক্রান্ত বৃদ্ধর মৃত্যু

সংবাদদাতা ঃ ক্যান্সারে আক্রান্ত এক ব্যক্তির মৃত্যু হল গাইঘাটার বিষ্ণুপুরে। মঙ্গলবার ভোরে তিনি বাড়িতেই মারা যান। নাম ভীম বিশ্বাস। বছর ৭৫'র ভীম বিশ্বাস এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা।

আর্সেনিক দূষণ প্রতিরোধ কমিটির দাবি, ভীম বিশ্বাস আর্সেনিক দূষণে আক্রান্ত ছিলেন। সে কারণেই তার মৃত্যু হয়েছে। আর্সেনিক দূষণ প্রতিরোধ কমিটির কর্তা অশোক দাস বলেন, এর আগে ভীমের দুই ভাই ও আর্সেনিকে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছেন। এখনও পর্যন্ত গঙ্গার জল গাইঘাটায় এসে পৌঁছায়নি। আর্সেনিক আক্রান্তদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেনি সরকার। বিডিও নীলাদ্রি সরকার বলেন, বিষ্ণুপুর সহ সমস্ত এলাকাতেই এখন আর্সেনিকমুক্ত গভীর নলকূপ আছে। হাসপাতাল থেকে রোগীদের ওষুধও দেওয়া হয়।

তরুণ তীর্থের বার্ষিক উৎসব-২০২৫

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ২৬-৩০ ডিসেম্বর গাইঘাটার গাজনা কিশলয় একাডেমমীর

অঙ্গনে তরুণতীর্থের বৃহত্তম কলকাতা জেলা শাখার উদ্যোগে কিশলয় তরুণ তীর্থের ব্যবস্থাপনায় মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বার্ষিক শিশু-কিশোর উৎসব-২০২৫। ২৭ ডিসেম্বর সকালে সমবেত সকলের এক বর্ণময় শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে শিক্ষা শিবিরের সূচনা হয়। শিশু কিশোরদের সুসজ্জিত পোষাক, ধামসা মাদল নিয়ে আদিবাসীদের নৃত্য ও রণপায়ে মিছিলে অংশগ্রহন বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রাকে আরো আকর্ষণীয় করে তোলে। শোভাযাত্রা শেষে কিশলয় তরুণ তীর্থ অঙ্গনের সুসজ্জিত মঞ্চে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন, তরুণ তীর্থের রাজ্য কমিটির সভাপতি শিক্ষারত্নপ্রাপ্ত শিক্ষক অমল নায়েক, ছিলেন গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ইলা বাক্চি, স্থানীয় সুটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান পম্পা পাল, জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষক ড. নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, শিক্ষানুরাগী ও সমাজসেবী শিক্ষক কালিপদ সরকার, বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী রামপ্রসাদ সাধুখাঁ, শিক্ষাবন্ধু মিলন কান্তি সাহা প্রমুখ। আয়োজক কিশলয় তরুণ তীর্থের অন্যতম কর্ণধার ভাস্কর বসু ও কিশোর ব্যাপারী সকলকে উত্তরীয় ও পুষ্পস্তবকে বরণ করে নেন। বিশিষ্টজনেরা সকলে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম শিশু-কিশোরদের সুন্দর ভবিষৎ গড়ে তুলতে এধরণের শিক্ষা শিবির ও প্রশিক্ষণ এর গুরুত্ব তুলে ধরে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। পাঁচদিন ব্যাপী আয়োজিত শিবিরে বিশিষ্ট প্রশিক্ষকগণ উপস্থিত শিশু-কিশোরদের শারীরিক ও মানসিক প্রশিক্ষণ সেমিনার পরিবেশ ও সামাজিক সতচেনতামূলক কাজকর্মের উপর প্রশিক্ষণ দেন। বক্তৃতা ও অংকন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহন ছাড়াও প্রতিদিন সন্ধ্যায় ছিল মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। আয়োজিত শিক্ষা শিবিরকে সার্থক করে তুলতে কিশলয় তরুণ তীর্থে পরিচালিত স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যগণ সহ এলেকার শিক্ষা সংস্কৃতি অনুরাগী মানুষজন সহযোগিতায় হাত বাড়িয়ে দেন। কচি-কাঁচাদের কল-কাকলি, একাডেমীর পড়ুয়াগণের আভিভাবক ও এলেকার মানুষজনের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি ও সহযোগিতায় তরুণ তীর্থের রাজ্য শিক্ষা শিবির-২০২৫ সার্থক হয়ে ওঠে।

জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন

নীরেশ ভৌমিক ঃ পরাধীন ভারতে ব্রিটিশ রাজত্বে দেশের স্বাধীনতাকামী মানুষজন দেশকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে ১৮৮৫

সালের ২৮ ডিসেম্বর জাতীয় কংগ্রেস দল গঠন করেন।

পরাধীন ভারতে জাতির জনক মহত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে দেশবাসী ভারত ছাড়ো আন্দোলনে যোগ দেন। স্বাধীনতার পর প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু শ্রীমতী ইন্দ্রিরা গান্ধী সহ সকল কংগ্রেস নেতৃত্ব দেশের উন্নয়নে কাজ করে গেছেন।

জাতীয় কংগ্রেসের এই প্রতিষ্ঠা দিবসকে স্মরণীয় করে রাখতে চাঁদপাড়ার ঢাকুরিয়া গ্রামীন কংগ্রেস কার্যালয়ে দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে পালন করে। বর্ষিয়ান দলনেতা শক্তিময় চক্রবর্তীর উদ্যোগে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও প্রয়াত কংগ্রস নেতৃবৃন্দের প্রতিকৃতিতে ফুল মালা অর্পন করে শ্রদ্ধা জানান।

প্রহৃত তৃণমূলপন্থী মতুয়া

ঠাকুর বলেছিলেন,৫০ লক্ষ রোহিঙ্গা, মুসলমান বাদ গেলে,সেখানে ১ লক্ষ মতুয়াদের নাম বাদ গেলেও মতুয়াদের উচিৎ সহ্য করে নেওয়া। কমিশনের খসড়া তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ায় এমনিতেই মতুয়ারা যথেষ্ট উদ্বেগে রয়েছেন। ভোট কাটার যন্ত্রনা নিয়ে আতঙ্কে ছিলেন।এরমধ্যে শান্তনু ঠাকুরের ক্যাম্প থেকে আবেদন করেও নাগরিকত্ব পাননি মতুয়ারা। খোদ প্রধানমন্ত্রীও নাগরিকত্ব নিয়ে কোন আশ্বাস না দেওয়ায় মতুয়াদের একটা বড় অংশের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল। এর সঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্ত নু ঠাকুরের করা মন্তব্য মতুয়াদের ক্ষোভের আগুনে ঘি পড়ে। শান্তনুর মন্ত ব্যের বিরুদ্ধাচরণও করতে শোনা যায় সাধারণ মতুয়াদের মধ্যে। এই পরিস্থিতিতে তৃণমূল প্রভাবিত অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহা সংঘের সংঘাধিপতি মমতাবালা ঠাকুর বুধবার ঠাকুর বাড়িতে প্রতিবাদ সভার ডাক দেন।

তাঁর নির্দেশ মেনেই এদিন দুপুর দুটো থেকে ঠাকুর বাড়িতে জমায়েত শুরু হয় মতুয়াদের। বনগাঁ, ঠাকুরনগর, গাইঘাটা, গোপালনগর সহ বাগদা থেকে মতুয়ারা দলে দলে ডঙ্কা,কাশি, নিশান নিয়ে জড়ো হন। পাগল, গোঁসাই, দলপতিরাও ছিলেন। ডঙ্কা ,কাশির শব্দে এদিন দুপুর থেকেই সরগরম ছিল ঠাকুর বাড়ি। প্রতিবাদ বিক্ষোভ চলাকালীন তৃণমূল পন্থী মতুয়াদের একটা দল ডঙ্কা, কাশি সহ নিশান হাতে কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের বাড়ির সামনে আসেন। সেখানে আগে থেকেই হাজির ছিলেন বিজেপির কর্মি থেকে শান্তনু ঘনিষ্ঠ মতুয়ারা। শান্তনুর অফিস ঘরের সামনেই ছিলেন বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার বিজেপির সভাপতি বিকাশ ঘোষ, বিজেপি প্রভাবিত মতুয়া সংগঠনের সম্পাদক সুখেন গাইন সহ অন্যান্যরা।

তৃণমূলপন্থী মতুয়ারা শান্তনু ঠাকুরের কাছে জবাব চাইতে সবে তাঁর বাড়ির সামনে হাজির হন। অভিযোগ, তখনই শান্তনু ঘনিষ্ঠ বিজেপির কর্মী এবং মতুয়ারা তৃণমূল পন্থী মতুয়াদের ব্যানার কেড়ে নিয়ে ছিঁড়ে দেওয়া হয়। শুরু হয় মারধর। নান্টু গোঁসাইয়ের ঝাকড়া চুলের মুঠি ধরে টেনে হিঁচড়ে মাটিতে ফেলে দেওয়া হয়। চলে মারধর। শান্তনু ঘনিষ্ঠ মতুয়ারা তৃণমূল পন্থী মতুয়াদের এলোপাথাড়ি মারধর করতে থাকে বলেই অভিযোগ। চড়, কিল, ঘুষি কিছুই বাদ যায় নি। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয় ঠাকুর বাড়িতে। কার্যত রণক্ষেত্র হয়ে ওঠে ঠাকুরবাড়ি। বিজেপি কর্মীদের মারের ভয়ে দৌড় শুরু করেন জবাব চাইতে আসা মতুয়ারা। পরবর্তীতে গাইঘাটা থানার বিরাট পুলিশ বাহিনী চলে আসায় পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু ঘটনার পর থেকেই ঠাকুর বাড়ি কার্যত থমথমে হয়ে ওঠে। তৃণমূলপন্থী আহত মতুয়ারা স্থানিয় হাসপতালে গিয়ে চিকিৎসা করান। এরমধ্যে নান্টু গোঁসাইয়ের জখম গুরুতর হওয়ায় তাঁকে ভর্তি করানো হয় বনগাঁ হাসপতালে। আইসিসি ইউতে রেখে তাঁর চিকিৎসা চলছে।

এই প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর বলেন,মমতাবালা ঠাকুরের পাঠানো কিছু দুষ্কৃতী আগ্নেয়াস্ত্র,প্ল্যাকার্ড নিয়ে আমার বাড়ির সামনে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করছিল। আমার লোকেরা প্রতিবাদ করতেই তাদের উপর চড়াও হয়েছে। এরফলে একটা বিশৃংখলা তৈরি হয়।

দু'দিন আগে তাঁর মন্তব্য প্রসঙ্গে এদিন ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে শান্তনু বলেন, আমার বক্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আমি বলেছিলাম,নির্বাচন কমিশন যেভাবে সার্ভে করেছে,তাতে ১ লক্ষ মতুয়াদের নাম বাদ পড়ার সম্ভবনা আছে। আপনারা দ্রুত সিএএ তে আবেদন করুন। আমাদের দায়িত্ব আপনাদের নাম ভোটার তালিকায় ওঠানোর।

মমতাবালা ঠাকুর জানিয়েছেন, এতদিন ধরে মতুয়ারা বিশ্বাস

প্রথমপাতার পর...

রেখেছিল। শান্তনু ঠাকুরের মন্তব্যের পর তাদের আশঙ্কা,দুশ্চিন্তা আরও বেড়ে গিয়েছে। তাঁরা মনে করছে, এতদিন তাহলে শান্তনু ঠাকুর মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। টাকার বিনিময়ে সি এ এতে আবেদন করেও লাভ হয় নি। তাই এদিন মতুয়ারা শান্তিপূর্ণ ভাবে শান্তনু ঠাকুরের কাছে জবাব চাইতে গিয়েছিল। মতুয়ারা শান্তিপ্রিয় মানুষ। অথচ বিজেপির সভাপতি বিকাশ ঘোষের উপস্থিতিতে শান্তনু ঘনিষ্ঠদের হাতে মতুয়াদের মার খেতে হল। আমি এর ধিক্কার জানাই।

বিজেপি প্রভাবিত সংগঠনের সম্পাদক সুখেন গাইন বলেন,তৃণমূলের মতুয়ারা আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বাড়ির সামনে এসে গালিগালাজ করেছিল। মতুয়ারা এর প্রতিরোধ করেছে। অন্যদিকে ,তৃণমূলের মতুয়া সংগঠনের সম্পাদক সুখেন চৌধুরী বলেন, মতুয়ারা ডঙ্কা,নিশান নিয়ে জবাব চাইতে গিয়েছিল। নিশানকে ওদের আগ্নেয়াস্ত্র মনে হচ্ছে? এর জবাব মতুয়ারা দেবে।

নীরব প্রধানমন্ত্রী, ক্ষোভ

এদেশের নাগরিকত্ব নিয়ে সংশয়ে ছিলেন মতুয়ারা। 'সার' প্রক্রিয়া শুরু হতেই শান্তনু ঠাকুরের উদ্যোগে ঠাকুর বাড়ির ক্যাম্পে এসে হাজার হাজার মতুয়া নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করেছেন। তাতেও ভাড়ার শূন্যই থেকে গিয়েছে মতুয়াদের। কতজন মতুয়া ঠাকুর বাড়ি থেকে আবেদন করে নাগরিকত্ব পেয়েছেন, তার সঠিক তথ্য নেই শান্তনু সহ তাঁর ঘনিষ্ঠদের কাছে। প্রধানমন্ত্রী এসেও মতুয়াদের নাগরিকত্ব সম্পর্কে কোন দিশা না দেওয়ায় সংশয় আরও বেড়েছে মতুয়াদের মধ্যে।

এদিন বনগাঁর গাড়াপোতায় একটি পথসভা থেকে শান্তনু ঠাকুর বলেন, ২০২৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত যেসব উদ্বাস্তু,মতুয়া এদেশে

প্রথমপাতার পর...

এসেছেন,তাদের কারোর নামে বাংলাদেশ এবং পাকিস্থানে রিপোর্ট করা যাবে না।ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে। তাঁরা সকলেই নাগরিকত্ব পাবেন বলেও এদিন মতুয়াদের আশ্বস্থ করেছেন শান্ত নু ঠাকুর।

এই প্রসঙ্গে তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ মমতাবালা ঠাকুর বলেন,মতুয়ারা সবাই যদি নাগরিকত্ব পাবেন,তাহলে এস আই আর করে তাদের নাম বাদ দেওয়া হল কেন? কেনই বা তাদের কাছে নথি চাওয়া হচ্ছে? শান্তনু ঠাকুর তো টাকা নিয়েও মতুয়াদের নাগরিকত্ব দিতে পারে নি। এভাবে মতুয়াদের ঠকাতে কেন হবে? এর উত্তর দিক শান্তনু।

গাইঘাটা ব্লক পুষ্প, কৃষি ও শিল্প মেলা- ২০২৬

২৪তম বর্ষ

উদ্বোধক ঃ **মাননীয় শ্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়,**
মন্ত্রী, কৃষি ও পরিষদীয় বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

প্রধান অতিথি ঃ **মাননীয় ড. অশোক কুমার পাত্র,**
উপাচার্য্য, বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

বিশেষ অতিথি ঃ **মাননীয়া শ্রীমতি মমতা ঠাকুর,**
সাংসদ, রাজ্যসভা, ভারত সরকার

মাননীয় শ্রী বিশ্বজিৎ দাস,
প্রাক্তণ বিধায়ক, সভাপতি, বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা

ঃঃ উদ্বোধন ঃঃ

বৈকাল ৩ ঘটিকায়। জাতীয় পতাকা ও মেলা কমিটির পতাকা উত্তোলন করবেন যথাক্রমে মাননীয় মন্ত্রী **শ্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়** ও **শ্রী গোবিন্দ চন্দ্র ঘটক**, সভাপতি, পুষ্প ও কৃষি মেলা কমিটি।

ঃঃ সন্মানীয় অতিথিবৃন্দ ঃঃ

শ্রী পার্থ ভৌমিক (সাংসদ),
শ্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক (বিধায়ক, প্রাক্তণ মন্ত্রী),
শ্রী নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী (বিধায়ক, সভাধিপতি, (উ) ২৪ পরঃ জেলা পরিষদ)
শ্রীমতি ঊর্মি দে বিশ্বাস (মহকুমা প্রশাসক, বনগাঁ)
শ্রী সুরজিৎ কুমার বিশ্বাস (প্রাক্তণ বিধায়ক),
শ্রীমতী ইলা বাকচী (সভাপতি, গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতি)

MOBILE KING
8944800404
যে কোন প্রকার মোবাইল বিক্রয়, মেরামত ও মোবাইলের জিনিসপত্র ক্রয় বিক্রয় করা হয়।

মৃদঙ্গম উৎসবে মঞ্চস্থ হল ৯ খানি নাটক

সংবাদদাতা ঃ গত ২৭-৩১ ডিসেম্বর গোবরডাঙ্গা টাউনহলে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হল ১১ তম জাতীয়নাট্য উৎসব। ২৭ তারিখ সন্ধ্যায় প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে আয়োজিত উৎসবের সূচনা করেন মহারাষ্ট্রের বিশিষ্ট নাট্য পরিচালক ও অভিনেতা প্রমোদ পাওয়ার, ছিলেন নাট্যব্যক্তিত্ব আশিস চ্যাটার্জী, পরে আসেন গোবরডাঙ্গার সংস্কৃতিপ্রেমী পৌরপ্রধান শংকর দত্ত। মৃদঙ্গম এর প্রাণপুরুষ বরুণ কর সকলকে স্বাগত জানান। বিশিষ্টজনেরা নাট্যচর্চা ও প্রসারে মৃদঙ্গম এর উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান। সংস্থার অন্যতম কর্ণধার সৌমিতা দত্ত বণিকের মনোজ্ঞ নৃত্যানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ৫ দিন ব্যাপী নাট্যোৎসবের সূচনা হয়। উৎসবে বিভিন্ন রাজ্যের মোট ৯ খানি নাটক মঞ্চস্থ হয়। উদ্বোধনী দিনে মৃদঙ্গম বরুণ কর নির্দেশিত সাহিত্যিক বিভূতিভূষণের কাহিনী অবলম্বনে নাটক মেঘ মল্লার সমবেত দর্শক সাধারণের উচ্চসিত প্রশংসা লাভ করে। ছিল দিল্লীর প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী সদীপ চক্রবর্তীর নৃত্যানুষ্ঠান ও কলকাতার বেঙ্গল রেপার্টরির বিশিষ্ট অভিনেতা সুমন সাহার একক নাটক নিঃসঙ্গ ঈশ্বর। বিহার রাজ্যের বেগুসরাই এর আর্শীবাদ রংমহল প্রযোজিত মঞ্চসফল নাটক পাসমিনা। আসাম এর বর্ণম নাট্যদলের দর্শক প্রশংসিত নাটক পুতলা ঘর এবং শেষ দিনে কলকাতা বহুরূপীর বলিষ্ঠ প্রযোজনা নন্দিনী এবং উৎসবের শেষ নাটক বুড়ো হওয়ার ওষুধ সমবেত দর্শক সাধারণের প্রশংসা লাভ করে। এছাড়াও ছিল ঠাকুরনগর অনুরঞ্জন এর নাটক অপারেশন মগজ ও পরশ সোস্যাল এণ্ড কালচারাল অর্গানাইজেশান এর সদস্যদের মূকাভিনয় এর অনুষ্ঠান। প্রতিদিন অগনিত দর্শকের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে মৃদঙ্গম এর ১১ তম জাতীয় নাট্য উৎসব এলেকায় বেশ সাড়া ফেলে।

সার্থক চাঁদপাড়ার পূরবী মেঘ উৎসব

সংবাদদাতা ঃ চাঁদপাড়া মিলন সংঘ ময়দানে গত ২৬ ডিসেম্বর সকালে মঙ্গলদ্বীপ প্রজ্জ্বোলন ও বসে আঁকো প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে মহাসমারোহে শুরু হয় এতদঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী পূরবী মেঘ উৎসব-২০২৫। মধ্যাহ্নে শুরু হয় পূরবীমেঘ সংস্থার শিক্ষার্থীগণ পরিবেশিত নৃত্যের অনুষ্ঠান। এদিনের নৃত্যানুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল জি বাংলা ও ড্যান্স বাংলা ড্যান্স এর বিশিষ্ট শিল্পীগণের আকর্ষণীয় নৃত্যের অনুষ্ঠান।

দ্বিতীয় দিন সকালে ছিল বাংলা ও হিন্দী গানের উপর সৃজনশীল নৃত্যের প্রতিযোগিতা। মধ্যাহ্নে মনোজ্ঞ সংগীতানুষ্ঠান, অপরাহ্নে পূরবী মেঘ ড্যান্স স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের নৃত্যানুষ্ঠান। সন্ধ্যায় পূরবী মেঘ ড্যান্স স্কুল নিবেদিত এবং অরূপ- মৃন্ময় পরিচালিত সাড়া জাগানো নৃত্যনাট্য পঞ্চমুখী হনুমান।

২৮ ডিসেম্বর উৎসবের শেষ দিনে সকালে সৃজনশীল নৃত্য, মধ্যাহ্নে মনোজ্ঞ সংগীতানুষ্ঠান, অপরাহ্নে সংস্থার ছাত্র-ছাত্রীগণ পরিবেশিত নৃত্যানুষ্ঠান এবং সন্ধ্যায় অরূপ-মৃন্ময় এর নির্দেশনায় এবং দুর্গা, নীলময় এবং প্রদীপ ও বলরামের সহযোগিতায় পরিবেশিত নৃত্যনাট্য ‘অসুর’ সমবেত সহস্রাধিক দর্শকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করে।

পরিশেষে মনোজ্ঞ সংগীত সন্ধ্যায় প্রখ্যাত সংগীত শিল্পী শোভা নন্দী, মৃন্ময় সাহা, শিঞ্জীনী বোস, দীপা দাস প্রমুখের সংগীতানুষ্ঠান সমবেত দর্শক ও শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করে। এদিন মঞ্চে ছিলেন মৃন্ময়ের গুরুমা বিশিষ্ট নৃত্যশিক্ষিকা কাকলি দাস আঢ্য, নৃত্য নির্দেশক দেবাশিষ বাবু, হাম্পটি, রাজন্যা সহ এলেকার বিশিষ্টজনদের পূরবী মেঘ সম্মানে ভূষিত করা হয়। প্রতিদিন অগনিত দর্শক শ্রোতার স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি ও নানা অনুষ্ঠানে এবারের পূরবী মেঘ উৎসব-২০২৫ সার্থক হয়ে ওঠে।

নববর্ষে মিলন তপোবনের মিলন উৎসব

প্রতিনিধি ঃ বিগত বছর গুলির মতো এবারও ইংরেজী নববর্ষের প্রথম দিন মিলন উৎসব ও চড়ুইভাতির আয়োজন করে গাইঘাটার ডেওপুলের মিলন তপোবন কর্তৃপক্ষ। পয়লা জানুয়ারির (২০২৬) সকালে মিলনের সদস্য ও শুভাকাঙ্খীগন মিলনের প্রানপুরুষ সুভাষ মহন্তর নেতৃত্বে বসিরহাট মহকুমার স্বরূপনগর ব্লকের বিথারী ফুটবল মাঠে সমবেত হন। সেখানে আয়োজিত মিলন উৎসব ও জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত মিলনের হিতাকাঙ্খী শ’দুয়েক সুধীজন অংশ গ্রহন করেন। মিশনের কর্ণধার সুভাষবাবু সকলকে স্বাগত জানান। সকালে প্রাতঃরাশ ছেড়ে স্থানীয় যুবক সুমন পাল ও শ্রী মহন্তর নেতৃত্বে সমবেত মানুষজন সকলে বিথারী এলেকার প্রচীন কালিমন্দির, ব্রিটিশ রাজত্বে নীলকর সাহেবদের আস্তানা এবং রানী রাসমনি ও ঠাকুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণের পদধূলি ধন্য বিথারির বাসিন্দা রানী রাসমনির জামাতা মথুর বাবুর বাসভবন, ইছামতী পার্শ্বস্থ বাওড় ইত্যাদি ঘুরে দেখেন। এলেকার প্রাকৃতিক পরিবেশ ও বিস্তীর্ণ কৃষি ক্ষেত্রে হলদে সর্ষে ফুলের সমারোহ আগত সকলের মন জয় করে নেয়। এলেকা পরিক্রমা শেষে সকলে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মিলিত হন। নববর্ষের শুভ লগ্নে মিলন তপোবনের আয়োজিত এই বনভোজন ও মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের প্রশংসা করে বক্তব্য রাখেন সাংবাদিক তপন ও সুদিন গোলদার। ছোটরা সংগীত, নৃত্য ও আবৃত্তি পরিবেশন করে। ছোট্ট শ্রীহান এর নৃত্যানুষ্ঠান ও বর্ষিয়ান তারাশংকর আচার্যর স্বরচিত কবিতা পাঠ সমবেত সকলের প্রশংসা লাভ করে। বারাসাত থেকে আগত ভক্তরা এবং স্থানীয় পূর্ণজ্যোতি যোগ সেন্টারের পক্ষ থেকে শ্রীমহান্তকে বিশেষ সংবর্ধনা ও মানপত্র জ্ঞাপন করা হয়। পরিশেষে সকলে মধ্যাহ্ন ভোজনে অংশ গ্রহন করেন। উদ্যোক্তরা বহু পদে সকলকে আপ্যায়িত করেন।

প্রতিধ্বনির নাট্য কর্মশালা

সংবাদদাতা ঃ ঠাকুরনগরের অন্যতম সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রতিধ্বনি সাংস্কৃতিক সংস্থার উদ্যোগে ও ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত হয়ে গেল তিন দিনের এক নাট্যকর্মশালা। সংস্থার মহড়া কক্ষে তিন দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত কর্মশালায় সংস্থার ৩০ জন সদস্য অংশগ্রহন করেন। আয়োজিত কর্মশালায় প্রশিক্ষণ প্রদান করেন বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব ও নাট্য নির্দেশক ভাস্কর মুখার্জী, ছিলেন সহযোগী মাম্পি দাস পাল ও পার্থপ্রতিম রায়। কর্মশালায় অংশগ্রহনকারী সদস্যগণের মধ্যে কর্মশালাকে ঘিরে বেশ উৎসাহ ও আগ্রহ চোখে পড়ে। সংস্থার সম্পাদক পার্থপ্রতিম দাস জানান, ২১ ডিসেম্বর কর্মশালার শেষ দিনে অংশগ্রহনকারী সকল সদস্যগণকে শংসাপত্র প্রদান করা হয়েছে।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন–
৯২৩২৬৩৩৮৯৯
৭০৭৬২৭১৯৫২

প্রধান শিক্ষক রবিউল ইসলামের অবসর গ্রহন

নীরেশ ভৌমিকঃ প্রায় সাড়ে ১১ বৎসরের কর্ম জীবন শেষে গত ৩১ ডিসেম্বর অবসর গ্রহন করেন চাঁদপাড়া বাণী বিদ্যাবীথি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রথিতযশা প্রধান শিক্ষক রবিউল ইসলাম। শিক্ষা কর্ম জীবনের পূর্ণত্ব প্রাপ্তির লগ্নে তাঁর দীর্ঘদিনের সহকর্মী ও স্নেহের ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁদের প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় প্রধান শিক্ষক রবিউল স্যারকে বিদায় সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। বিদ্যালয়ের অঙ্গনের সুসজ্জিত মঞ্চে বিদায়ী শিক্ষকের পূর্ণত্ব প্রাপ্তি উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, বিদ্যালয় পরিচালক সমিতির সভাপতি শান্তিপদ বিশ্বাস, গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ইলা বাকচি, চাঁদপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দীপক দাস, জেলা পরিষদ সদস্য অভিজিৎ বিশ্বাস ও শিপ্রা বিশ্বাস, শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ মধুসূদন সিংহ, শিক্ষানুরাগী শ্যামল বিশ্বাস, কপিল ঘোষ সহ মহকুমার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত ও বর্তমান শিক্ষক-শিক্ষিকাগন, সকলেই মানপত্র সহ নানা উপহারে সকলের প্রিয় রবিউল ইসলামকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। বনগাঁ মহকুমার শিক্ষক নেতা দেবাশিষ ঘোষের নেতৃত্বে তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির শিক্ষক-শিক্ষিকাগন নানা উপহারে রবিউল সারকে শুভেচ্ছা জানান। সকলেই বিদায়ী শিক্ষকের অবসর জীবনের সুখ-শান্তি ও সুস্থতা কামনা করেন। সহকারি প্রধান শিক্ষক গৌতম সাহা রবিউলবাবুর সময়ে বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নের চিত্র তুলে ধরে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। সকল ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক ও মানুষজন মিছিল করে বিদায়ী প্রধান শিক্ষক রবিউল ইসলামকে চাঁদপাড়া স্টেশনে পৌঁছে দেন।

শুভ বিজয়ার আন্তরিক অভিবাদন ও শুভকামনা জানুন

মানকः পথপ্রদর্শকः

নিউ পি.সি. জুয়েলার্স

বিশেষ দ্রষ্টব্য:
হলমার্ক ছাড়া সোনার গহনা কম্পিউটার দ্বারা টেস্টিং করে নেওয়া হয়।
পুরোনো সোনা ও রুপো খরিদ করা হয়।
সোনা, রুপা, ডায়মন্ড এর গহনা ও গ্রহরত্ন হোলসেল করা হয়।

আমাদের ISI TESTING CARD-এর মাধ্যমে গ্রহরত্ন কিনলে যা ব্যবহার করার পরেও ফেরত মূল্য পাওয়া যায়।

সোনার দাম পেপার দরে

ফরেক্স সুবিধা উপলব্ধ (RBI অনুমোদিত)
আমাদের বিশ্বব্যাপী বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় সুবিধা রয়েছে।
আমাদের এখান থেকে ফরেক্স-এর লাইসেন্স করে দেবার সু-ব্যবস্থা আছে।

জ্যোতিষি প্রতিদিন চেম্বারে বসছেন
বিশিষ্ট জ্যোতিষের কাছে বিনামূল্যে পরামর্শ নিন শুধুমাত্র বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার কলকাতাতে এবং শনিবার বনগাঁতে।

ফরেক্স-এর কাজ জানা (৫-১০ বছরের অভিজ্ঞতা) সেলম্যান ও অফিস স্টাফ চাই

আমাদের এখানে ট্রাভেলার কার্ড ও সমস্ত বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের কাজ করা হয়। সকল ইন্টারন্যাশনাল ট্রাভেলার যারা মুদ্রা বিনিময় করতে চান, নীচে দেওয়া নম্বরে যোগাযোগ করুন

সোনা, রুপা, হীরা এবং আসল পাথর কিনলে পাওয়া যাবে ধামাকা ছাড় এবং আকর্ষণীয় উপহার

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
১০৭, ওল্ড চায়না বাজার স্ট্রিট, বড়বাজার, রাম রহিম মার্কেট
৩য় তলা, রুম নম্বর ৩০৪, কলকাতা ৭০০ ০০১

আমাদের শোরুম প্রতিদিন খোলা

ডায়মন্ড জুয়েলারীতে স্পেশাল ধামাকা Offer

শিয়ালদহ বা হাওড়া স্টেশন থেকে বাসে বা অটোতে ত্রিপলপট্টি (ব্র্যাবন রোড) নেমে রাস্তা পার করে কাচের বিল্ডিং (পাশে ভিখারাম চাঁদ মল)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
বাটার মোড়, বনগাঁ
(বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)

নিউ পি.সি. জুয়েলার্স বিউটি
মতিগঞ্জ, হাটখোলা, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগণা

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ
বাটার মোড়, বনগাঁ (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে), দোতলায়

নিউ পি. সি. অপটিক্যাল
বাটার মোড়, বনগাঁ (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে)

বনগাঁ স্টেশন থেকে টোটোতে বাটার মোড়

80177 18950 | 98003 94460 | 82503 37934
npcjewellers@gmail.com www.npcjewellers.com

কর্মসংস্থানের সুযোগ
আমাদের শোরুমের জন্য গানম্যান প্রয়োজন।
আমাদের শোরুমের জন্য সুদক্ষ কারিগর প্রয়োজন। ESI, PF আছে।
অভিজ্ঞ জ্যোতিষীদের জন্য চেম্বার প্রস্তুত অতিসত্বর যোগাযোগ করুন।
আমাদের নিউ পি.সি. অপটিক্যালে ১-২ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সেলসম্যান চাই।
নিউ পি.সি. জুয়েলার্সে ২-৩ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সোনা, রূপো ও হিরে ও গ্রহরত্নের সেলসম্যান চাই। ESI, PF আছে।
জুয়েলারী শোরুমের কাজেকর্মে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কম্পিউটার ও বারকোডের কাজ জানা স্টাফ চাই।
CCTV ক্যামেরা, ফোন ও কম্পিউটার সংক্রান্ত বিষয়ে জানা অভিজ্ঞ টেকনিশিয়ান স্টাফ প্রয়োজন।

প্রতি কেনাকাটায় 20% - 30% ছাড়
সকলকে জানাই সাদর আমন্ত্রণ
নিউ পি.সি. অপটিক্যাল
বাটার মোড়, বনগাঁ (কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)

ডাক্তারদের অনুরোধ
আমাদের নিউ পি.সি. অপটিক্যালের নতুন ব্রাঞ্চ-এ চক্ষু বিশেষজ্ঞদের জন্য চেম্বর করার সুব্যবস্থা রয়েছে। বনগাঁয় একটি নতুন চক্ষু হাসপাতাল হতে চলেছে।

DENTIST বা দাঁতের ডাক্তার প্রয়োজন

আমাদের New PC Optical- এর আধুনিক এবং উন্নতমানের Dental Set up তৈরি হচ্ছে, তাই অভিজ্ঞ BDS /Dental Surgeon প্রয়োজন, যিনি নিয়মিত বা পার্ট টাইম চেম্বার করতে ইচ্ছুক তারাই যোগাযোগ করবেন।

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9134228513 / 9647791986 / 8972800084**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**